প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা
জেলার নাম: **নরসিংদী**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৫ টি (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	
১.	**ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের বাড়ি**		**নরসিংদী সদর** পাচঁদোনা	২৩°৫৩'২২.৬" উ. ৯০°৩৯'৫০.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৬ নভেম্বর ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৫০২)	পবিত্র কোরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেনের দোতলা বিশিষ্ট এ বাড়িটি অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।
২.	**পারুলিয়া শাহী মসজিদ**		**পলাশ**	২৩°৫৭'৫৬.০" উ. ৯০°৪০'৪৮.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬)	শিলালিপি অনুযায়ী ১৬৯৬ খ্রি: দেওয়ান শরীফের পত্নী বিবি জয়নব তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদের ভিতরের দৈর্ঘ্য ২০.০০ মিটার ও প্রস্থ ৬.০০ মিটার। মসজিদের দেয়াল ১.৬০ মিটার চওড়া।
৩.	**অসম রাজার গড়** (বটেশ্বর বাজার সংলগ্ন মাটির প্রাচীর)		**বেলাব**	২৪°০৫'৩৪.৬" উ. ৯০°৪৯'৩১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৮)	প্রত্নস্থলটি স্থানীয়ভাবে অসম রাজার গড় হিসেবে পরিচিত হয়ে আসলেও বাংলাদেশের পুরাতাত্ত্বিক চর্চার অঙ্গনে এটি বটেশ্বর প্রত্নস্থল নামে অধিক পরিচিত। বটেশ্বর প্রত্নস্থল মাটির উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ-নগর ছিল। দুর্গটি ২ স্তরবিশিষ্ট মাটির প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ। বহি:প্রাচীর এবং অন্ত:প্রাচীর। উভয় প্রাচীরের বাহিরের দিকে দেখা যায় গভীর পরিখা, নিচু জলাভূমি, বিল ও নদী।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	
৪.	**পরিত্যক্ত ভিটা** (ওয়ারী গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকের বাসিন্দা আবদুস সালাম পাঠানের বাড়ি সংলগ্ন পশ্চিম অংশ)		**বেলাব**	-	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৮)	পরিত্যক্ত ভিটা প্রত্নস্থলটি উয়ারী গ্রামের উত্তর প্রাচীর থেকে ৩১৫ মিটার দক্ষিণে ও পূর্ব প্রাচীর থেকে ১৫৫ মিটার পশ্চিমে অবস্থিত। এ স্থানটির সন্নিকটে একটি বসত ভিটা ছিল, যা পরবর্তীতে পরিত্যক্ত হয়ে যায়। পরিত্যক্ত ভিটায় খনন পরিচালিত করে ইট নির্মিত ১টি আয়তাকার জলাধারের ন্যায় কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে।
৫.	**রামনগর বড় জামে মসজিদ**		রায়পুরা	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৩৮.২২-২৭ ০৮ জানুয়ারি, ২০২৩	জনশ্রুতি রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা হাজী নাদু ভূইয়া নামে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি স্থানীয়দের সহযোগিতায় আনুমানিক বিশ শতকের প্রথম দিকে এটি নির্মাণ করেন। মসজিদের খিলান, গম্বুজ, ফিনিয়েল ও কর্ণারটারেটের স্থাপত্য শৈলীর গঠন বিন্যাসে মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। মসজিদের মুল অংশ ৩টি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। ইটের গাথুনিতে চুন-সুরকি ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৩টি, উত্তর-দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে মোট ৫টি প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে ২টি খিলান ও দেয়ালকে কেন্দ্র করে ৩টি গম্বুজ স্থাপিত। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে ৩টি মিহরাব এবং মিহরাবের দুই পাশে ২টি কুলঙ্গি রয়েছে।